

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে পাঞ্জাবের অমৃতসর, চণ্ডীগড়, মোহালি, পাটকালা ও জয়সলমের ব্র্যাকআউট ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে অনেকের মনে করছেন যুদ্ধ লেগে গেছে। যুদ্ধ বা যুদ্ধ চলেছে, তাঁদের একাংশ, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন খাবার, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে করে কিনে মজুত রাখা শুরু করেছেন। যাতে জিনিসপত্র সরবরাহে ধীরে ধীরে সমস্যা দেখা যেতে পারে। এরনিয়ে প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে। সলুলকা খাদ্য সামগ্রী বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হতে বা বলেও আশঙ্ক নেই হচ্ছে। আদেশ শ্রুতি করে এমন কোম ও ধরব সোশাল মিডিয়া বা য়োটিসআপে ছড়ানোর আগেই বিদ্রোহ ব্যাটী করে নেঞ্জার ব্যাটী দিয়েছে। সত্যক থেকে তথ্য এদিক ওদিক ফলগ্য়াত পারশ্রম দিয়েছে প্রশসন।

শিলিগুড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন, কবিগুরুর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মাল্যদান



শিলিগুড়ি, ৯ মে : শিলিগুড়িতে উদযাপিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। শুক্রবার শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের মেয়র গৌতম দেব এবং অন্যান্যরা বাঘাঘতীন পার্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে ফুলের মালা অর্পণ করেন। কবিগুরুর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মাল্যদান করা হয়।মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, আজ প্রতিটি বাঙালির জন্য একটি বিশেষ দিন। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে ফুল অর্পণ করছি। সন্ধ্যায় আমরা একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে একটি উৎসবের আয়োজন করছি।

নিরাপত্তার কারণে ইন্ডিয়া গেট খালি করলো দিল্লি পুলিশ



নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত পাক উত্তেজোনামূলক পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার কারণে দিল্লি পুলিশ ইন্ডিয়া গেট খালি করে দিয়েছে। পুলিশ লোকজনকে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এমনিতেই দিল্লিতে ঘুরতে আসা পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদেরও ভীষণ পছন্দের জায়গা এই ইন্ডিয়া গেট চক্কর। রাইসিনা হিলস থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবন, ইন্ডিয়া গেট, এই গেটটা এলাকাটা। যেমন দিল্লির হাই সিকিওরিটি জোন, তেমনই এই এলাকায় প্রচুর পর্যটক প্রায় প্রত্যেকদিন আসেন। থাকেন অনেকটা রাত পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে, পুলিশের অসহ্যক্ষম করে দেওয়া হচ্ছে এই চক্কর।

পাকিস্তান কতটা দুর্বল তা প্রমাণিত হয়েছে, মন্তব দিলীপ ঘোষের



কলকাতা, ৯ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বললেন, পাকিস্তান কতটা দুর্বল তা প্রমাণিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব এখন দেখতে পাচ্ছে, পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের সমর্থনে এত অর্থ ব্যয় করেছে, যদি তা নিজস্ব নাগরিকদের উন্নয়নে অথবা তার সামরিক দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হত, তাহলে হয়তো এমন দিন দেখতে পাওয়া থেকে রক্ষা পেত।দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, পাকিস্তান বিভক্তির পর থেকেই এবং স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারতের নিরলসভাবে ক্ষতি করে আসছে। নিরাপত্তা বাহিনী এবং বেসামরিক নাগরিকদের ত্যাগ, ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। আগে সরকার কথা বলত, কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার পদক্ষেপ নেয়। অতীতে আমরা পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিয়েছি এবং এখন আমরা একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে আছি। এই সময়ে, সমগ্র দেশ, জনগণ, সমস্ত রাজনীতিক দল এবং সরকার জোট এই লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে একাবদ্ধ।

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মেঘালয়ের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জারি করা

শিলং, ৯ মে : পাক-ভারত যুদ্ধের আবহে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মেঘালয়ের ইন্দ্ৰো-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জারি করা হয়েছে নৈশ কারফিউ।আজ শুক্রবার সকালে মেঘালয় সরকারের গৃহ দফতরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশ এবং চোরচালানের ঝুঁকিপূর্ণ বেড়া-বিহীন উন্মুক্ত ৪০ কিলোমিটার এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। সূতিনি জানান, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তথ্য পেয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, অনুপ্রবেশ এবং চোরচালান রােধে বিধিনিষেধ আরোপ করতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ডেপুটি কমিশনারদের নির্দেশ দেওয়া



হয়েছে।শীর্ষ আধিকারিক জানান, সরকার নির্দেশ অনুযায়ী, পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাশাড জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ‘ জিরো লাইন’ থেকে ২০০ মিটার দূরবর্তী

এলাকাগুলিতে রাত ৮-টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত কারফিউ বলব থাকবে। নির্দেশিকা অনুসারে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং এর আশপাশে আন্তর্জাতিক সীমানা

স্টার্টআপগুলি-র মূলধন যোগান বৃদ্ধির জন্য সরকার ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ফর স্টার্টআপস (সিজিএসএস)-এর সম্প্রসারণের বিস্তৃপ্তি দিয়েছে

নতুন দিল্লি (পিআইবি)ঃবাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগ (ডিআইআইটি) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ফর স্টার্টআপস (সিজিএসএস)-এর সম্প্রসারণের বিস্তৃপ্তি দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহীতা পিছু গ্যারান্টির সম্ভােহ সীমা ১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ এবং ১০

কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণের জন্য ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যারান্টি দেওয়া হবে।এছাড়াও ২৭টি চ্যাম্পিয়ন সেক্টরে স্টার্টআপগুলির জন্য বার্ষিক গ্যারান্টি ফি (এজিএফ) ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে। ভারতের উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া’-এর আওতায় চ্যাম্পিয়ন সেক্টরগুলিকে চিহ্নিত করেছে। চ্যাম্পিয়ন সেক্টরগুলির জন্য এই

এজিএফ হ্রাস দেশীয় উৎপাদন এবং আত্মনির্ভরতা ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারতকে একটি উদ্ভাবন ও আত্মনির্ভর পরিচালিত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই সম্প্রসারণের বিস্তৃপ্তি দেওয়া হয়েছে। এতে স্টার্টআপগুলির অর্থ যোগানের চাহিদা পূরণ হবে। এর ফলে স্টার্টআপগুলির ব্যবেষণা ও উন্নয়ন, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং

অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে মানুষের চলাচল, অনুমোদিত মিছিল, পাঁচ বা ততোধিক লোকের বৈআইনি সমাবেশ এবং অস্ত্র বা অন্যান্য সরঞ্জাম বহন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।তিনি জানান, ‘ নিরাপত্তা সংস্থাগুলি রাজ্যের গৃহমন্ত্রী প্রেস্টোন টিনসংকে অবহিত করেছে যে, জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য, চোরাকারবারি এবং রাতে অন্য কোনও অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে সীমান্ত অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে বেড়াবিহীন সেক্টরের পার্শ্ববর্তী এলাকায়।’প্রাসঙ্গিক এক জিজ্ঞাসার উত্তরে গৃহ দফতরের শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভৌগলিক কারণে মেঘালয়ের বাংলাদেশ সীমান্তের মোট ৪৪৪ কিলোমিটারের মধ্যে ৪০ কিলোমিটারেও বেশি এলাকায় কীটাতারের বেড়া সংস্থাপন করা যায়নি।

অত্যাধুনিক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি তৈরি করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে একটি প্রাপবন্ত স্টার্টআপ পরিমণ্ডল তৈরি করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন এবং স্টার্টআপগুলির জন্য একটি পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাই দেশকে বিকশিত ভারতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারত প্রতিটি পরিস্থিতিতেই বিজয়ী, ভবিষ্যতেও জয়ী হবে ঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৯ মে : ভারত প্রতিটি পরিস্থিতিতেই বিজয়ী, ভবিষ্যতেও জয়ী হবে। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা প্রসঙ্গে শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, গত ২২ এপ্রিল, পাক সন্ত্রাসীরা পহেলগামে আক্রমণ করেছিল। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশে দাঁড়তে হবে এবং তাদের মনোবল বাড়াতো হবে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাকিস্তান বিশ্বের সামনে কাতর। সোশ্যাল মিডিয়ায়



সব ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশনায় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ভারত প্রতিটি পরিস্থিতিতে জয়ী এবং ভবিষ্যতেও জয়ী হবে।শুক্রবার রাষ্ট্র

নায়ক বীর শিরোমণি মহারাজা প্রতাপের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লখনউ তে তাঁর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নবনির্মিত স্মৃতি দ্বার উদ্বোধনের জন্য

১৬ মে থেকে এ বছরের শুরু হতে

অশোক সেনগুপ্ত,কলকাতা, ৯ মে : ১৬ মে থেকে শুরু হবে এ বছরের শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। পূর্ব যাদবপুরের সন্তোষপুরে লেক-নিবমন্দির সংলগ্ন মাঠে তিন দিন ধরে বিনামূল্যে দেখানো হবে কিছু ভালো ছবি। ঋষিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এবারের উৎসব তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হচ্ছে।সিনে সেন্ট্রালের সহযোগিতায় প্রদর্শনীর

বহরের শুরু হতে

পরিকল্পনা ও আয়োজনে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘দিশা’। সংগঠনের সম্পাদক সুরত (পদ্ম) দাশগুপ্ত এই প্রতিবেদককে জানান, এই উদ্যোগ প্রথম গৃহীত হয় ২০০৪ এ। বিরতিহীনভাবে চলে ২০১২ পর্যন্ত। পরিস্থিতির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় ২০২২-এ, সেই থেকে চলছে। বর্তমানে সভাপতি সংগীতশিল্পী এবং লেখক

চলেছে শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের মতে, নানা মতের প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত, দলীয় রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থেকেই পরিচালিত হয়।সূত্রত জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে দেখানো হবে ছবি। কথা আছে ১৬ই শীর্ষক মুখোপাধ্যায়ের লেখা, অভিজিৎ চৌধুরীর ছবি ‘পাতালঘর’ ১৭ই ডেভিড ডেরিক জুনিয়র, জেসন হ্যান্ড এবং ডানা

একাধিক বিমানবন্দর বন্ধ, দিল্লি থেকে বাতিল

নয়াদিল্লি, ৯ মে :একাধিক বিমানবঃ দর বন্ধ থাকার কারণে দিল্লি থেকে বাতিল করা হয়েছে একেগুচ্ছ ফ্লাইট। দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক বিমানবন্দর বন্ধ



থাকার কারণে ৯ মে পর্যন্ত বাতিল

হওয়া ফ্লাইটের সংখ্যা নিম্নরূপঃ - আন্তর্জাতিক আগমন- ০৪ - আন্তর্জাতিক যাত্রা- ০৫ -দেশীয় আগমন- ৬৩ -দেশীয় যাত্রা- ৬৬ দিল্লি বিমানবন্দর খোলা এবং চালু

সেনাবাহিনীর দরকারই নেই, সিপিএম-এর প্রচারে কুণালের তোপ, মান্যতা পেল প্রতিবাদ

কলকাতা, ৯ মে : দেশের সেনাবাহিনী যখন সন্ত্রাসবাদীদের জবাব দিচ্ছে, গোটা দেশ যখন সেনাবাহিনীর পাশে, সেনাতে থাকা ছেলেমেয়েদের জন্য যখন আমরা গর্বিত তখন সিপিএমের এক নবপ্রজন্মের নেত্রী দেবশ্যাম সম্পূর্ণ উল্টো কথা পোস্ট করল, যার মানে দাঁড়ায় সেনাবাহিনীর দরকারই নেই।সামাজিক মাধ্যমে সিপিএমের এক নেত্রীর এই পোস্টে এক্সবাতায় আপত্তি জানিয়ে কটাক্ষ করলেন ভূপেন্দ্র নেতা কুণাল ঘোষ। শুক্রবার রাতে কুণাল লিখেছেন, এই পোস্ট শেষার করছেন সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক ও নেত্রী, অধুনা ফেসবুক বিপ্লবী, কণিকা গাঙ্গুলী।কুণালের দাবি, কমরেড, যুদ্ধ কেউ চায় না।



কিন্তু জঙ্গিদের মদত দিয়ে কেউ যদি বারবার আঘাত করে, তাকে জবাব তো দিতেই হবে। জওয়ানরা যে সময়ে লড়ছে, তাদের সমর্থনে পোস্টের বদলে নেতিবাচক পোস্ট কেন? সিপিএমের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম কেন

মেলানো যায় না, এইসব সময়ে বোঝা যায়।এইসব আঁতলেমির পোস্টের এটা সময়? আমরা ওদের জন্য প্রার্থনা করছি, করবা। গোটা দেশ আছে। আমাদের সকলের যা করণী়া, তা করছি, প্রয়োজনে গোটা দেশ করবে। কিন্তু এখন ওদের

বুলেট লক্ষা চাষ করে ভালো আয়ের মুখ দেখছেন সুন্দরবনের চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন,জয়নগরঃএবার লক্ষা চাষ করে আয়ের মুখ দেখছেন সুন্দরবনের এলাকার চাষিরা।জানা যায়,সু দ্রবরনের এলাকার চাষগুলিতে নতুন পদ্ধতিতে লক্ষা চাষ করেছেন চাষিরা। প্রতি বছরই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে থাকে সু দ্রবরনের এলাপাশের অঞ্চলে। অনেক সময়ে নদীপার্শ্ব ভেঙে ভেঙে জানা জলে প্রাণিত হয়ে যায় গোটা গ্রাম। চাষের জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেই কথা মাথায় রেখে সুন্দরবনের চাষিরা অল্প জমিতে কম খরচ করে অধিক ফলন ফলিয়ে আয়ের দিশা দেখছে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চাষীরা। সু দ্রবরনের বিভিন্ন এলাকা সহ ভাঙুর,গোসাবা, বাসন্তী, জয়নগর, কুলতলি প্রভৃতি এলাকায় এই চাষের চাহিদা বেড়েছো।বাড়িত লাভের



আশায় চাষিরা অন্য আনাজের পাশাপাশি বুলেট লক্ষা চাষ করছে। এই কারণে অন্যান্য লক্ষার বাজারদর তলানিতে এসে ঠেকেছো।আর এই চাষেই লাভ দেখতে পারছেন কৃষকরা। তবে এই লক্ষা শুধুমাত্র এই

রাজ্যেই নয়, অন্যান্য জায়গাতেও এর রপ্তানি হচ্ছে। তবে ফলন যেমনিই হোক, বাজারদরের উপর নির্ভর করে চাষিদের ভবিষ্য। আর এইখানеই মুনাফা লুটে নিচ্ছেন চাষিরা। বর্তমানে বুলেট লক্ষার

বাজারদর খুব চড়া। অন্য জাতের লক্ষার পছিকারি বাজারে দাম, বুলেট লক্ষার থেকে প্রায় তিন ভাগের একভাগ।তাই এই চাষে চাষিদের স্বস্তি।শু শু তই নয় বুলেট লক্ষা চাষের কিছু প্রধান প্রধান সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, অন্যান্য লক্ষার থেকে এই লক্ষার ফলন বেশি। ফলে অল্প জমিতে চাষ করে অনেক পরিমাণে ফসল পান চাষিরা। এছাড়াও, অন্য জাতের লক্ষা ফলতে যেখানে আা।ই থেকে তিন মাস সময় লাগে, সেখানে বুলেট লক্ষা গাছে দুই মাসেই ফল আসে।আর বাজারে কালিাঙ্কার এই চাষিদের পুরণ ঘটচ্ছে সু দ্রবরনের চাষিরা।বিশাল পরিমাণে বুলেট লক্ষা চাষ করে বাজারে জোগান দিচ্ছে তারা।আর ভালো আয় করে স্বনির্ভর হচ্ছে লক্ষা চাষিরা।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী, জানালেন অপারেশন সিঁদুরের বিষয়ে

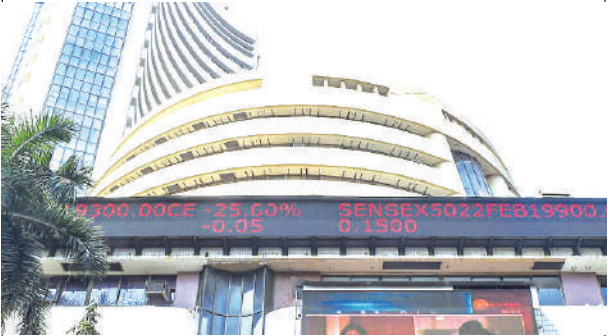


নয়াদিল্লি, ৯ মে : সফল অপারেশন সিঁদুরের পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অপারেশন সিঁদুরের বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবগত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বেশ কিছু সময় কথা হয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক জঙ্গি ঘাটি।

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে করলেন রাজনাথ সিং, ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই শুক্রবার প্রতিরক্ষা প্রধানদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে শুক্রবার সকালে সাউথ ব্লকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনা প্রধানদের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন সাউথ ব্লকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং এবং প্রতিরক্ষা সচিব আর কে সিং উপস্থিত ছিলেন।

ভারত পাক সংঘাতের জেরে হুড়মুড়িয়ে পড়ল শেয়ারবাজার সূচক



মুম্বই, ৯ মে : ভারত পাক সীমান্তবর্তী এলাকায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির আঁচ এসে পড়ল শেয়ার বাজারেও। শুক্রবার সপ্তাহের শেষে কাজের দিনে বাজার খুলতেই ৬৮০ পয়েন্ট পড়ে যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক। একই দশা নিফটিরও।ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকও পড়েছে ৫ শতাংশ। ভাৰত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনার প্রভাব দেখা গিয়েছে স্টকের সূচকেও। জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তের কাছে ভ্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বাজারেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।শুক্রবার সকালে বাজার খুলতেই সেনসেঙ্গ ৭৯,৬৫৪.৭৩ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। ৬৮০.০৮ পয়েন্ট বা ০.৮৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল সেনসেঙ্গ। নিফটিও ১৪১.৫০ পয়েন্ট পড়ে ২৪,১৩২.৬০ এসে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসাবে ০.৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে নিফটিও সূচক।সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সেনসেঙ্গ ৭৯,৬৩৬.৬৯ পয়েন্টে এবং নিফটি ২৪,০৩৯.৫৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। এর পর সামান্য ঠোনানো করছে।

নির্বাচিত নতুন পোপ, ক্যাথলিকদের অভিনন্দন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বেের

গুয়াহাটি, ৯ মে : নতুন পোপ হিসেবে কার্ডিনাল রবার্ট প্রিভোস্ট নির্বাচিত হওয়ায় ক্যাথলিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। শুক্রবার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে কার্ডিনাল রবার্ট প্রিভোস্টের ফটো স্টেটে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ক্যাথলিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ নতুন পোপ - চতুর্দশ পোপ হিসেবে কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্টের নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে সকল ক্যাথলিকদের অভিনন্দন’।৬৯ বছর



বয়সি কার্ডিনাল রবার্ট প্রিভোস্ট ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। অগাস্টিনিয়ান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য প্রিভোস্ট লিও চতুর্দশ নাম ধারণ করেছেন বলেন।

সান্ধ্য বড়সড় অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, নিহত ৭ সন্ত্রাসবাদী

সান্ধ্য, ৯ মে :ঃজম্মু ও কাশ্মীরের সান্ধ্য জেলায় বড়সড় অনুপ্রবেশ রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়ে ৭ সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের হামিলা স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান। এরইমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের সান্ধ্য

সেক্টর থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা।বিএসএফ-এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপার থেকে একটি বড় অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা বার্থ করা হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৭ সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে জওয়ানরা। ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযানও চালানো হয়।

স্টেরয়েড ডোপিংয়ের জন্য ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ড্যানিয়েল দো নাসিমেন্টো

মোনাকো, ৯ মে : প্যারিস অলিম্পিকের এক মাস আগে তিনটি স্টেরয়েডের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষার পর দক্ষিণ আমেরিকার ক্রততম ম্যারাথন দৌড়বিদকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বুধবার ট্যাক অ্যান্ড ফিল্ড তদন্তকারী জানিয়েছেন।ড্যানিয়েল দো নাসিমেন্টো ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন না, তার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ পরের বছরের জুলাইয়ে শেষ হবে।২০২২ সালে দো নাসিমেন্টোর ম্যারাথন কেরিবার শীর্ষে পৌঁছেছিল। তিনি সিউল ম্যারাথনে ২ ঘণ্টা, ৪ মিনিট, ৫১ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন। ওরগেনের ইউজিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিলেন।সিউলে তার



রেকর্ড সময় তাকে প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিল, কিন্তু গত জুলাইয়ে রিও ডি জেনেইরোতে প্রশিক্ষণের সময় দেওয়া মনুনায়া তার দূবার পরজিত্তে পরীক্ষা হয়েছিল।অ্যাথলেটিক্স ইন্সটিটিউট ইউনিট(এআইইউ) জানিয়েছে, উজ্জ নমুনাতেই স্টেরয়েড মেটেমোনোনে এবং ড্রোস্টিনোনেলে পাওয়া গেছে এবং প্রথমটিতে ন্যানড্রোনেলো পাওয়া গেছে।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেঃ।আজ, আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে আরও কঠোর পরিশ্রম করলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনার কাজের ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন। অথথা তর্ক-বিতর্কের ফাঁদে পা দেবেন না। বুধঃ আজকের দিনটি ভালো খবর দিয়ে শুরু হবে। পরিবারে কোনও শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি যদি লড়াই করেন তবে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে।

মিথুনঃআজ কর্মক্ষেত্রে অচেনা কাউকে খুব বেশি বিশ্বাস করবেন না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করবেন না। আপনি এটা নিজে করতে পারেন। অন্যথায় কাজ ব্যাহত হতে পারে। ককটঃআজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন। আপনার মাথা ও মন হয়তো বিরামদান থাকবে ও সহজে একে অন্যর সঙ্গে কলত হবে না। সিংহঃআজকে, আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। যারা কাজকে গুরুত্ব দেন তারা সহজেই আজকের দিনটি পার করতে পারবেন।।

কন্যাঃনতুন ব্যবসার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো। যেসব প্রকল্পগুলি সরিয়ে রাখা আছে সেগুলি শেষ হবে। তুলাঃআপনার ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য রোজের একধয়েই জীবন থেকে ছুটি নিতে চাইবেন।

বৃশ্চিকঃআপনার রোজকার কাজের ধরনে, একটুখানি অভিব্যক্তি ও নতুনত্ব যোগ করুন। আপনি যে বিশৃংখল ভাবে কাজ করেন, তাতে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা আনতে হবে। ধনুঃআজ সারাদিনটিই কাজ সংক্রান্ত মিটিংয়ে কেটে যাবে। সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে নিজের কাজে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করতে পারেন। লম্বা সময়ের জন্য এই পরামর্শগুলি খুবই উপযোগী হবে। শরীর ভালো থাকবে আজ মকরঃআপনার অসাধারণ পেশাদারী দক্ষতা প্রমাণ করার সময়,এসে গিয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনি সাধ্যের বাইরে কাজ করবেন, এমনকী দিগুণ প্রচেষ্টা করবেন এবং আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আপনি ইতিবাচক মেজাজে থাকবেন এবং তা নানা ভাবে আপনাকে সাহায্য করবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভালো হবে। যদিও, আপনার এমনিতে পরিশ্রম করা স্বভাব আজকে আপনি খুব বেশি খাটতে চাইবেন না।।

কুন্তঃআর্থিক দিক থেকে খুবই নিজেজ দিন যাবে। আজকে বিশাল উপার্জনের সম্ভাবনা নেই। আপনি যদি শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও ভাগ্যপরীক্ষা করেন, তাহলেও আপনার বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মীঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে, আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে আপনি ষ্বেদ করে নিজের দেখাশোনা করার জন্য সময় বার করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে পালানবেন। নিজেকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করে নিন। আজকে যে কোনও সমালাোচনাকে গঠনমূলক ভাবে দেখুন। সব মিলিয়ে আজকের দিনে খরচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে খুব খারাপও নয়। শুভ দিন।

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১০-১২ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। অলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শনিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুকুলিয়া, বাকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হাল্ধ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৬৭ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৫মিনিটে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরস্ত্ত বাৰ্তা

৩০ বৰ্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৫৯ সংখ্যা শনিবার ২৬ বৈশাখ ১৪৩২

কথা সাহিত্যিক ‘শংকর’

তাঁর জীবনের শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস ‘চৌরঙ্গী’ খাৰাবাহিক ভাবে শুরু হল ১৯৬১ সালে। তবে সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কড়া শৰ্ত লেখার সময় চঞ্চলমতি হওয়া চলবে না। অগত্যা শংকরের বিয়ে আটকে গেল। যেদিন লেখা শেষ সেদিন তিনি বিয়ে করতে চললেন। প্রথম উপন্যাস ‘ কত অজানারে’ লিখে পেয়েছিলেন ২৮৫ টাকা। সেই টাকায় বাড়িতে বিদ্যুৎ আসে। কালক্রমে বনগাঁর ইছামতি ও হাওড়ার গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। বনগাঁর ছেলে শংকর হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক। শুধু লেখক বললে ভুল হবে বেস্টসেলার, বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি। ডালহৌসি পাড়ায়ন্ধ একদিন এক বন্ধুর সাথে। হঠাৎ দেখা, জানতে চাইলেন ‘দেশ’ পত্রিকার লেখাটা সে লিখেছে কিনা! লজ্জা একেবারে লাগনি তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতে হল। বন্ধুটিও আচমকা একটা কাগজ বের করে বলল ‘অটোগ্রাফ’ দে। মানে হয়েছিল সে ব্যঙ্গ করছে! অচিরেই ভুল ভাঙল, নিজের মুখে সে বলল তুই কোথায় উঠে যাচ্ছিস তা তুই নিজেই জানিস না। দে একটা সই, একদিন বলতে পারব ‘শংকর’ এর প্রথম অটোগ্রাফটা আমার কাছে আছে। কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে কিভাবে প্রবেশ করলেন তিনি, কিভাবে হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের বেস্টসেলোর লেখক ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে বারওয়েল সায়েব মদ্রাজে মামলা করতে গিয়ে হাট্ অ্যাটাকের বলি হলেন। নিজের প্রিয় কর্মীর জন্য ছোট্ট একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক মাস দু’টো কাজই করতেন। কিন্তু নতুন জায়গায় পদে পদে কনিস্ট কেরানির অবহেলা ও অবমাননা। মনের দুঃখ মুছে ফেলার জন্যে চুপিচুপি লেখক হওয়ার মুসাবিদা শুরু হল। উৎসাহ দিতেন সহকর্মী আর এক কেরানি ভবানী ঘোষ। তিনিই এক দিন তাঁর বন্ধু ও শেখক রূপদর্শীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের টেবিলে বসে। বললেন, এই ছোকরার যে সব ঘটনা রয়েছে, তা এক দিন পাঠকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। শংকরের কয়েকটি কথা শুনে গৌরকিশোর বলেছিলেন, আপনার লেখাগুলো নিয়ে একদিন আসুন,আমি আপনাকে দেশ পত্রিকার সাগরময়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। সাগরময় ঘোষ বলেছিলেন লেখাটা রেখে যেতে কিন্তু তিনটি সপ্তাহ নেন কোনও ভাবে তাঁকে জ্বালাতন না করা হয়। মনে মনে প্রবল উত্তেজনা অনুভব করেছেন আরার প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। একদিন চলে এলেন বর্মন স্ট্রিটে, সাগরময় বললেন, এতদিন কোথায় ছিলেন? আমরা খোঁজ করছি,অথচ আপনি পাণ্ডুলিপিতে নিজের ঠিকানাটুকু লেখেন নি। ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক বসতে বললেন, চারোই প্রস্তাব করলেন। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের দপ্তরে বসে সসম্মানে চা পান একজন নতুন লেখকের জীবনে কতবড় প্রাপ্তি অনুধান করতে ভুল হয়নি শংকরের। তাই তিনি লিখেছেন, হে ঈশ্বর,আমার কপালে এতো সুখের সম্ভাবনা ছিল। মনিশংকর মুখোপাধ্যায়ের পিতা হাওড়ার বাড়িতে তাদের অন্ত্য কবর করে, শেখনিঃশ্বাস তাগা করেন। আটটি নাবালক সন্তানের মা জননী শান্তভাবেই পুত্র মনিশংকরকে বলেছিলেন তোমাকে এবার কিছু রোজগার করতে হবে। এই শহরে আমি কাউকে চিনি না তোমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।

মায়ের হাত ধরেই রবীন্দ্রসঙ্গীত

খুব ছোটবেলা। তখন সবে একটু বড় হচ্ছি। তখন আমাদের নতুন বাড়ি হলো। রোজ গুটি গুটি পায়ে মা স্কুল থেকে ফেরার পর আমাকে নিয়ে যেত নতুন বাড়ি দেখাতে। আর মা বলতো বাড়িটা হয়ে গেলে এই বাড়িতেই আমরা থাকবো। এটা হবে আমাদের নিজেরদে বাড়ি। আর ভাড়া বাড়িতে আমাদের আর থাকতে হবে না।এবার স্বাধীন ভাবে আমরা ঘর সাজাতে পারবো। তখন কিছুই ঠিক মাথায় ঢোকেনা। শুধু বুঝি মা খুব খুশি আর মা নিজের মতো করে ঘর সাজাতে চায়। অপেক্ষা করতে করতে আমাদের বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল। সববার ঘরে নতুন আসবাবপত্র এলো। আর মায়ের রান্না ঘরের পাশে ছোট্ট একটা সিমেন্টের ব্লাকবোর্ড করা হলো। মা রান্না করতে করতে আমায় বলতো ‘রিয়্যা আকো তো বৃষ্টি হচ্ছে’ ... ঠিক তখনই বোর্ডের পাশে থাকা ছোট্ট যোয়ারে বসে রসগোল্লার মতো সাইজের বৃষ্টির ফেঁটা আঁকতাম। মা’র সেই সব আঁকা দেখে খুব হাসতো আর রান্না করতো। এই ভাবেই রান্না করতে করতে অনেক কিছু মা শিখিয়ে দিতো। তারপর এলো বৈশাখ মাস। বাবা খেলোমা একদিন কাগজে ঘুড়ে কি বিশাল একটা জিনিস এনেছে। মা কাগজটা খুব যত্ন করে খুলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলো। দেখলাম সারা মুখে দাড়ি ওয়ালা একজন খুব সুন্দর মানুষের ছবি। কি সুন্দর দেখতে। অবাক হয়ে ছবিটাকে আমি দেখছি। সেই বড় ছবিটা আমাদের বনবার ঘরে চাঙিয়ে দিলো বাবা। মা আমায় বললো উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি বললাম ‘ মা ঠাকুর ?..... মা বললো, ‘হ্যাঁ মা উনিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘....পরম বিস্ময়ে আমি তখন ঠাকুর দেখছি। এই প্রথম একজন মানুষরপী ঠাকুর দেখছি, পরম বিস্ময়ো। মা কে বললাম, মা ঠাকুর এতো সুন্দর হয় ? মা বললো, হ্যা, আর বললো যেকোনো কাজে যাবার আগে এই ঠাকুরকে প্রণাম করে যাবে চিরকাল। সেই দিনটার এই গল্প মা আমায় বছরার শুনিয়েছিল। তাই হয়তো এতো স্পষ্ট ভাবে আমার সব মনে আছে। সেই একই ভাবে আমার হেঁকেও বোঝানোর চেষ্টা করি একজন জীবন্ত ঠাকুরের অস্তিত্বের কথা। সেই বৎ বছর। কিন্তু মা’এর সেই দিনের প্রথম ঠাকুর দর্শনের ইতিহাসটা ভুলতে পারিনা আজও.....। ঠিক তারপর থেকেই আমার গান শেখা শুরু। সাড়ে তিনবছর বয়সে হারমোনিয়াম এলো বাড়িতে। আর পাঁচজনের মতো ক্লাসিকাল দিয়ে গান শেখার সূচনা আমার হয়নি। প্রথম দিনেই গান। আমার শেখা প্রথম গান। ঠিক এমন করেই গান শুরু।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব

সাধক রামপ্রসাদ

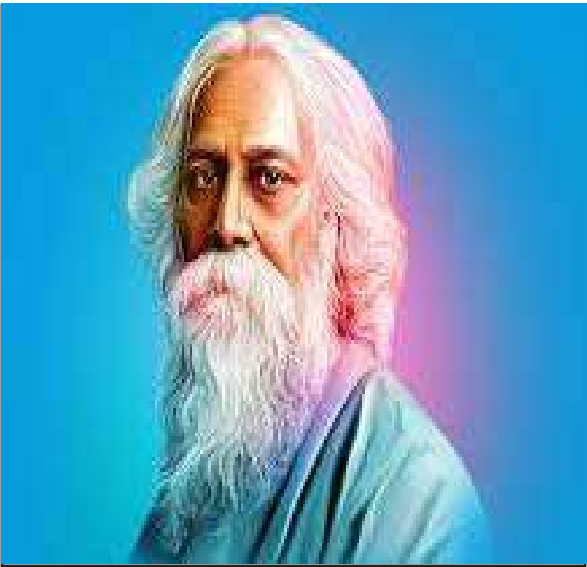


সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, মাতৃভক্তির ওপরে নির্ভর করে সারা জীবন যুদ্ধ করা যায়। মাতৃভক্তি শিক্ষার মধো শক্তি নিহিত। মা তাঁর ভক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলেন। আসলে মায়ের ভক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই ভক্তিই শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে

রবীন্দ্রনাথের প্রেম মানব পর্যায় থেকে শুরু করে স্বদেশ পর্যায় হয়ে আন্তর্জাতিক দরবারে গিয়ে পৌঁছেছিল বলে তাঁকে আমরা বিশ্বকবি বলে আখ্যায়িত করি

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রেম’। বিংশ শতাব্দীতে বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ‘অপ্রতিভার স্মৃতির ন্যায় প্রেমের স্মৃতিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভমুহূর্তের উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও



তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাহি;কিন্তু দেবাত্ম একটি নিমিখ আসিল তখন না জানি কোন গ্রহ কোন কক্ষে ছিল; দুইজনে চোখাচোখি হইল, ভাল বাসিলা। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল। রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জেনিয়েছেন যে, প্রেমের এই মাহেন্দ্রক্ষণের উপলব্ধিতেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে মানব প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পটভূমিতে শুধুমাত্র বৈষ্ণব প্রেম দর্শন নয়, একইসঙ্গে প্লেটো ও শেলীর প্রেমচিন্তাও বর্তমান রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। এবং রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনার অন্তর্ভুক্ত দুটি গদ্যপুস্তক; ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ (১৮৮০) ও ‘আলোচনা’ (১৮৮৫);এপ্রসঙ্গে অবশ্যম্ভব্য। রবীন্দ্রজীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, মানব সংসারের মধ্য প্রবেশের আগেই রবীন্দ্রনাথ তার পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থে প্রেমাত্মক ও প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে, ১৮৭৮ সালে ‘কবিকাহিনী’ নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার

রবীন্দ্র-গবেষকদের মতে,

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রান্না নিয়ে যে চর্চা হতো তা নিয়ে একটি রন্ধন-পত্র লেখা হত

বিশেষ প্রতিবেদক

রবিঠাকুরের খাওয়াদাওয়া নিয়ে আজকের দিনে কিছু খোশগল্পে করা যাক বরং ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের এক অন্যরকম বর্ণনা দিয়েছেন ‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/সদেঙ্গ মাখিয়া দিয়া তাতে-/হাপুস হপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,



/পঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে’ ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজনরসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতো ও তাঁরা কৃষ্টিত হতেন না। ঠাকুরবাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক,কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচাকুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মুগালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষপাতে দই ও সন্দেশ অপরিস্রব ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন ‘এলোঝেলা’,

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১৮৮৩-৮৪ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মুগালিনী দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়েছিল। এর আগেই কবির ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। আর কবি-বিবাহের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৮৮৪ সালের মে মাসে;কবিজীবনে প্রেরণাদায়ী দেবীসমা বৌঠাকুরাণী কাদম্বিনী দেবীর ‘আত্মখণ্ডন’ বা মৃত্যু ঘটেছিল।এরপরে ১৮৮৫ সালের ভারতী পত্রিকায় ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ও ‘আলোচনা’ নামক দুটি রচনায় এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি নিয়ে কবির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল।তাই একথা বলা সম্ভব নয় যে, এসময়ে রবীন্দ্রনাথ; ‘জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।’ বস্তুতঃ নিজের প্রিয় বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই কবি তখন সংসার ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কাদ ম্বিনী দেবীর স্মৃতিতে তিনি প্রেমের অবিনশ্বরতার উপলব্ধি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। এর পরে ‘জীবনস্মৃতি’ নামক গ্রন্থে নিজের এই উপলব্ধিকেই স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন; জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দুরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দুরত্ব ঘূচিয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপু হইয়া দাঁড়িয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সমালোচকদের মতে, একারণেই পরবর্তীসময়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর পটভূমিতে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছিল। এজন্যই তাঁর ‘কড়িও কোমল’ গ্রন্থে প্রিয়বিরোগের দুঃসংসারের মধ্য জীবনের তথা প্রেমের গভীর উপলব্ধির সূচনা ঘটেছিল- ধর্নি খুজে প্রভিন্ধনি, আণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ। জগৎ প্রাণ দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান। অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ; যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।’ (চিরদিন)।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামক গ্রন্থে ভালোবাসার অনধিকার তত্ত্ব ও মৃত্যুহীন মোহ হীন চিরঞ্জন ভালোবাসার রূপটি ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল যে, ভালোবাসা মূলতঃ গ্রহণ নয়, ত্যাগ; সতঃই নয়, নিজেকে বিতরণ; এবং ভোগাসক্তির বন্ধন নয়, ভোগাসক্তির উদ্ধারন। আর এরপরে প্রকাশিত ‘আলোচনা’ নামক গ্রন্থে স্রেংমিশে কবির বক্তব্য ছিল যে, প্রেমেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা হলোও প্রেমের সার্থকতা লোভে নয়, দানে; ক্ষুদ্রতায় নয়, ভূ মায়; এবং অধিকারে নয়, অনধিকারে।সমালোচকদের মতে, এর পরবর্তীসময়ের সুবিপুল

খ সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া পুষস্য্য ভালবাসার একটি মহান গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শভাবের চর্চা হইতে থাকে। ভালবাসা অর্থে ভাল বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায়স্থাপনা করা।(মনের বাগান বাড়ি,বিবিধ প্রসঙ্গ) (২) প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে দ্রোতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্বকে ভালবাসেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাহার কর্ম নহে। তাহাকে ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্মদবুন্ডি বলে। কর্মমে একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাদমেরই হউক। প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহা আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বের স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীনতা সফল দেশের সকল লোককেই সন্মান উপভোগ করিতে পারেন। (ভুব দেওয়া, আলোচনা) সমালোচকদের মতে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি একাধিক প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ভালবাসার দেবতা স্বভাবসম্মান্যী ছিলেন। আসক্তি থেকে অনাসক্তিতে, ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়, সংকীর্ণ থেকে বৃহতে এর গতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল যে, এই গতি-ই হচ্ছে জীবন, এই গতি-ই হচ্ছে প্রেম। এই গতি সর্বদা উদ্ধারনের পথে যাচ্ছে।(প্রেমে যেমন সৌন্দর্য রয়েছে, তেমনি প্রেমে ব্যাপ্তি ও সামঞ্জস্যও রয়েছে। প্রেমের অধিকার মানে বৈয়কিক অধিকার নয়, স্বাধীনতার অধিকার, স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকার নয়,;দানের অধিকার। প্রেমের দিব্যাবভায় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রেম সাধনার গতি যে উর্ধ্বগামী, সেটা যে আত্মবাসসর্জনােন্মুখ ও মুক্তিকামী, সেটা যে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহরত উদ্যাপনহই মুক্তি পায়, পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে একথাই বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণ প্রেমের দ্বারা যা লভ্য, জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা যে অংশই লভ্য, সেই প্রেমই হল সর্বসাম্য্যাস। আর এই প্রত্যয়ের আলোকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে প্রেমের বন্দনা করেছিলেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী

পাঠকদের লেখা ‘শান্তিদেব ঘোষ’

শঙ্করলাল কর্মকার

জন্মদিনঃ ১৯১০- শান্তিদেব ঘোষ, ভারতীয় বাঙালি লেখক, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী ও রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ।(১৯১০-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)। লেখক ও গবেষক, কণ্ঠশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও অভিনেতা। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৪ বৈশাখ), ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চাঁদপুরের নিকটনর্ত্তী বাজাপুঁি গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশ-এর চাঁদপুর জেলায় অবস্থিত), শান্তিদেব ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালীমোহন ঘোষ, মায়ের নাম মনোরমা দেবী। তাঁর পিতা কালীমোহন ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে থামোময়নের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতন-এ এনে সেখানেই গ্রাম সংস্কারের কাজে নিযুক্ত করেন। কালীমোহন যখন সপরিবারে শান্তিনিকেতন আসেন, তখন শান্তিদেবের বয়স ছিল ৬ মাস। তখন তাঁর নাম ছিল শান্তিময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম পালটে ‘শান্তিদেব’ রাখেন। শৈশবে শান্তিদেবের পড়াশোনা শুরু করেন শান্তিনিকেতনের রক্ত কবিদ্যালয়ে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় শেখেন এবং এই সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। হিন্দুস্থানি সংগীত শেখেন ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষক হিসেবে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। পরে তিনি বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। ১৯৩৬খ্রিষ্টাব্দে ইলা ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা। ... জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্মবিরুদ্ধ। (ধর্ম, আলোচনা)

(৫) সৌন্দর্য উদ্রেক করিবার অর্থ আর কিছু নয়; হৃদয়ের অসাড়়তা অচেতনতার রক্তিক সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

অতএব কবদিগকে আর কিছু করিতে হইবে না, তাহার কেবল সৌন্দর্য ফুটিইতে থাকুন;জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে। তাহার আদ্যন্তময় প্রেমের সূত্রে গাঁথা। তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বৈষ নাই।দ (সৌন্দর্য ও প্রেম, আলোচনা)

(৬) প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব, তাহার হৃদয়পূর্ণ মাদুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। (ভুব দেওয়া, আলোচনা)

সমালোচকদের মতে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি একাধিক প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ভালবাসার দেবতা স্বভাবসম্মান্যী ছিলেন। আসক্তি থেকে অনাসক্তিতে, ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়, সংকীর্ণ থেকে বৃহতে এর গতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল যে, এই গতি-ই হচ্ছে জীবন, এই গতি-ই হচ্ছে প্রেম। এই গতি সর্বদা উদ্ধারনের পথে যাচ্ছে।(প্রেমে যেমন সৌন্দর্য রয়েছে, তেমনি প্রেমে ব্যাপ্তি ও সামঞ্জস্যও রয়েছে। প্রেমের অধিকার মানে বৈয়কিক অধিকার নয়, স্বাধীনতার অধিকার, স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকার নয়,;দানের অধিকার। প্রেমের দিব্যাবভায় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রেম সাধনার গতি যে উর্ধ্বগামী, সেটা যে আত্মবাসসর্জনােন্মুখ ও মুক্তিকামী, সেটা যে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহরত উদ্যাপনহই মুক্তি পায়, পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসাহিত্যে একথাই বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণ প্রেমের দ্বারা যা লভ্য, জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা যে অংশই লভ্য, সেই প্রেমই হল সর্বসাম্য্যাস। আর এই প্রত্যয়ের আলোকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে প্রেমের বন্দনা করেছিলেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী

not blame the food because you have no appetite. তাঁর খুব প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল কাবাব। তা ছাড়াও তিনি খুব পছন্দ করতেন আনারস দিয়ে তৈরি রোস্টেড পাঠার মাংস। নানান রান্নার ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অভূত মেলবন্ধন ঠাকুরবাড়ির হয়েছিল। আর ভালো করে বললে, এই গ্রন্থেই বাইশ বছরের তরুণ কবির কণ্ঠে ভোগাসক্তিমুক্ত প্রেমের যে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী জীবনে সেটাই বিচিত্র রাগিণীতে বেজে উঠেছিল।

১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিল গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অবটমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড কিউকমবার, প্রি সলটেড ল্যান্ড উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম। বাইরে এই ধরনের খাবার খেলেও বাড়িতে তিনি কম খেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতেন। কবির স্ত্রী মুগালিনী দেবীর রান্না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাকি তরুণের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে বেশ নতুন নতুন রস তৈরি করতেন। স্বাস্থ্যসচেতন কবি নিজের খাদ্যাভাস নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।একবার এক বিদেশি বন্ধু এসে বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ওতে সব রকমের গুণ আছে।এরপর কী হল? রানী চন্দ লিখেছেন, ‘গুরুদেব কাঁচা ডিম ভেঙে পোয়ালায় ঢালেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক

দিয়ে খেয়ে ফেলেন। রাতেও খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।’ একবার এক আয়ুর্বেদজ্ঞ বললেন নিমপাতার রস সর্ব রোগনাশক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নিমপাতার রস খাওয়া। রানী চন্দকে বললেন, ‘বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়। বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। এবং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।’ ঠাকুরবাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। সেই সভায় কবি থাকতেন মধ্যমণি। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই হয়তো তিনি রাত দুটোর সময় মুগালিনী দেবীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বলতেন। শোনা যায় এই ঘটনা প্রায়শই ঘটত আর মাঝরাতে মুগালিনী দেবী রান্না করে রবীন্দ্র নাথকে খাওয়াতেন। কবি দেশি খাবারের মধ্যে পছন্দ করতেন কাঁচা ইলিশের মাগুর, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল এবং নারকেল চিড়ি। এ ছাড়া তিনি কাবাব খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে ছিল শর্কট মিঠা কাবাব, হিন্দুস্তানি তুলি কাবাব, চিকেন কাবাব নোসি। এখানেই শেষ নয়, কবিওর ছিলেন পালোর ভক্ত। তাঁর নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালিনী তাঁকে একটি সুদৃশ্য পানদানি বা ডাবের উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় বেশি করে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হত। রান্নার তালিকায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পদ থাকত। আর তাতে নিয়মিত অংশ্যই থাকত শুভোতা আর দইমাছ। ঠাকুরবাড়ির আর এক রত্ন বাঙালির খাদ্যতালিকায় বসত, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক

দ্রষ্টব্য প্রকাশিত গ্রন্থটিতে কিছুমাত্রের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক স্বেচ্ছাশ্রমে অগ্রাহ্য নব্বই শতাৎ সমাপ্তি।

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Pratibha Pvt. Ltd. and printed at Satyajog Industries Cooperative Co.Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 49, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist. Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-4808, 9830217166
 E-mail: dailydurantabarta@gmail.com